93

দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার অনুকূল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। গত ৪ আগস্ট সেখানে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ এবং তার পরের কয়েকদিন ধর্মঘট ও উত্তেজনার ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান এখন সুনিশ্চিত।

এটা সম্ভব হয়েছে শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে প্রতিষ্ঠিত সমঝোতার ফলে। বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ব্যাপারে বিবদমান ছাত্রসংগঠন দুটির মধ্যে সমঝোতা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবশ্য তাদের মধ্যে কেবল ঐ বিষয়টিতেই সমঝোতা হয়নি তারা আনুষঙ্গিক আরো কয়েকটি বিষয়েও একমত হয়েছেন। সেগুলো হল কোন ছাত্র সংগঠনের নেতা ও সমর্থকরা উস্কানিমূলক স্লোগান বা বক্তৃতা দেবে না। সকল ছাত্র সংগঠন দখলদারিত্বের মনোভাব বর্জন করবে। কোন ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেবে না। সাম্প্রতিক উত্তেজনা ও সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ও উচ্ছেদকৃতদের স্ব-স্ব হলে ফিরে যেতে দেয়া হবে। ভবিষ্যতে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তা আলাপ-আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলবেন।

স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের শিক্ষাঙ্গনে একের পর এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে থাকে। তবে সবচাইতে বেশী সংখ্যক বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই। বিভিন্ন সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। হানাহানি, বোমাবাজি, রক্তপাত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ কলুষিত করে। গত কয়েক বছরে সংঘটিত অগণিত সংঘর্ষে অসংখ্য নিরীহ ছাত্রকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বার বার অঘোষিত ছুটি দিতে হয়েছে। এর ফলে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সেশন জটের সৃষ্টি হয়েছে এবং সে সব জট ক্রমশ দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে— ছাত্রদের ছাত্রজীবন অকারণে দীর্ঘতর হয়। যা অভিভাবকদের আর্থিক ক্ষতি ঘটাতে থাকে।

আমরা সব সময়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সংঘটিত এসব অবাঞ্ছিত ঘটনায় মর্মাহত হয়েছি এবং এই পরিস্থিতি অবসানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর শিক্ষাঙ্গনে মোটামুটি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার পরিবেশ ফিরে এসেছে এবং পঠন-পাঠন পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অরাজকতা বহুলাংশে দূর হয়েছে। এ অবস্থায় হঠাৎ করে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এমন মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এটা আমরা আশা করিনি।

সেখানকার সাম্প্রতিক সংঘর্ষের ফলে এক অনিশ্চয়তা ও জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সবাই এর অবসান কামনা করেছে। আমরা যথার্থই আনন্দিত যে, বিবদমান ছাত্র সংগঠন দুটির মধ্যে এই উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা অবসানের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যান্য যে সব ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কোন ছাত্র সংগঠনই সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেবে না। এটা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত। তাছাড়া তারা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিরোধ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাও প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। প্রকৃতপক্ষে যে কোন বিরোধই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা যায়। আর গণতন্ত্রের নির্দেশও তাই। বস্তুতঃপক্ষে ছাত্রসংগঠনগুলো তাদের বৈঠকে গণতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। আমরা এজন্যে তাদের মোবারকবাদ জানাই।

গোটাজাতি এখন আশা করছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবং দেশের অন্য কোন শিক্ষাঙ্গনে আর কখনো কোন প্রকার সংঘর্ষ ঘটবে না। বোমাবাজি, হানাহানি, বন্দুকযুদ্ধ এবং রক্তপাত চিরদিনের জন্য বন্ধ হবে। সেখানে পূর্ণ একাডেমিক পরিবেশে ফিরে আসবে এবং সেশন জটের অবসান হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ভাইস চ্যান্সেলরসহ শিক্ষকগণ যে ভূমিকা নিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তারা শিক্ষক হিসাবে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেছেন গভীর নিষ্ঠার সাথে। প্রকৃতপক্ষে তাদের আন্তরিক প্রয়াস বিরাজমান জটিলতা ও উত্তেজনা দূর করার ব্যাপারে সর্বাধিক অবদান রেখেছে বলে আমরা মনে করি।